জরিপ শাখা- ২

www.minland.gov.bd

স্মারক নং- ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৬৮.০১৫.১৭.২১২(২২) তারিখ: ১১ ভাদ্র ১৪২৫/ ২৬ আগষ্ট ২০১৮

বিষয়: প্রস্তাবিত 'ভূমি জরিপ ও খতিয়ান (পার্বত্য জেলা) আইন,২০১৮' এর খসড়া সংক্রান্তে মতামত প্রদান।

সূত্র: ভূমি মন্ত্রণালয়ের আইন অধিশাখা-১ এর স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৪২.৬৮.০১১.১৫-৩১১,তারিখ-৩১/১/২০১৭।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি খতিয়ান (পার্বত্য চট্টগ্রাম) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ২ নং অধ্যাদেশ)কে আইনে পরিণত করার জন্য প্রস্তাবিত নতুন আইন ভূমি- জরিপ (নকশা ও খতিয়ান) পার্বত্য জেলাসমূহ আইন,২০১৮' এর খসড়া এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

উক্ত প্রস্তাবিত আইনের খসড়া বিষয়ে মতামত আগামী ১৮/৯/২০১৮ তারিখের মধ্যে লিখিতভাবে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। আগামী ১৮/৯/২০১৮ তারিখের মধ্যে মতামত পাওয়া না গেলে ধরে নেয়া হবে এ বিষয়ে আপনার মন্ত্রণালয়ের কোন মতামত নেই।

২৬/৮/১৮

মোঃ আবদুল মতিন
যুগ্মসচিব
ফোন ঃ ৯৫৪০৯১৯

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ,আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। সিনিয়র সচিব, স্হানীয় সরকার বিভাগ,স্হানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪। সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬। সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৭। সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৮। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৯। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১০। সচিব, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১১। সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১২। সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৩। সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৪। সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
১৫। সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ/সুরক্ষা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৬। সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৭। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
১৮। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৯। মহাপরিচালক,ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ২৮ শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণী, তেজগাঁও, ঢাকা।
২০। প্রোগ্রামার, ভূমি মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সংযুক্ত আইন ২টি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

ভূমি জরিপ ও খতিয়ান (পার্বত্য জেলা) আইন, ২০১৮

ভূমি-খতিয়ান (পার্বত্য চট্টগ্রাম) অধ্যাদেশ,১৯৮৪ ১৯৮৫ সনের ২ নং অধ্যাদেশ। (১৬ জানুয়ারী,১৯৮৫) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার ভূমি-খতিয়ান প্রস্তুতের বিধান করার জন্য অধ্যাদেশ। যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার ভূমি-খতিয়ান প্রস্তুতের ও তৎসংক্রান্ত বিষয়াদির ব্যাপারে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ; সেহেতু, এক্ষণে, রাষ্ট্রপতি ১৯৮২ সনের ২৪শে মার্চ তারিখের ফরমান এবং এই ক্ষেত্রে তাঁহার অন্যান্য সকল ক্ষমতা বলে নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন:-	ভূমি জরিপ ও খতিয়ান (পার্বত্য জেলা) আইন, ২০১৮ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি জরিপ ও খতিয়ান প্রস্তুতের নিমিত্ত আইন। যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার ভূমি-জরিপ প্রস্তুতের ও এতদসংক্রান্ত বিষয়াদির ব্যাপারে একটি আইন করা সমীচীন ও প্রয়োজন ; সেহেতু, নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল: -

		ভূমি জরিপ ও খতিয়ান (পার্বত্য জেলা)প্রস্তুতের নিমিত্ত আইন, ২০১৮	
	১। (১) এই অধ্যাদেশ ১৯৮৪ সনের ভূমি-খতিয়ান (পার্বত্য চট্টগ্রাম) অধ্যাদেশ নামে অভিহিত হইবে। (২) ইহা সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় প্রযোজ্য হইবে।	১। (১) ইহা ভূমি-জরিপ (নকশা ও খতিয়ান) পার্বত্য জেলাসমূহ আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে। (২) ইহা পার্বত্য জেলাসমূহের জন্য প্রযোজ্য হইবে।	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ
	২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে, (ক) ''পার্বত্য চট্টগ্রাম'' বলিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলাসমূহের অন্তর্গত সকল এলাকাকে বুঝাইবে; (খ) ''ভূমি'' বলিতে পানি বা জলাশয় অন্তর্ভূক্ত হইবে; (গ) ''রাজস্ব অফিসার'' বলিতে সহকারি সেটেলমেন্ট	২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইন, (ক) ''পার্বত্য জেলা'' বলিতে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলাসমূহের অন্তর্গত সকল এলাকাকে বুঝাইবে; (খ) ''ভূমি'' বলিতে চাষযোগ্য, অনাবাদী বা বছরের কোন সময় জলমগ্ন থাকে সে সকল ভূমি তৎসহ এর উপর উদ্ভূত সুবিধা, ঘরবাড়ী, দালানকোঠা ও মাটিতে সংযুক্ত অন্যান্য দ্রব্য বা মাটির সাথে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত বস্তুর **সাথে** যুক্ত অপরাপর বস্তুকেও বুঝিয়া থাকে। (ধারা ২(১৬) রাষ্ট্রীয়	সঙ্গা

	এলাকা জরিপ ও খতিয়ানের একক হিসাবে অনুপযুক্ত, সেই ক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার যতদূর সম্ভব স্থানীয় জনগণের মতামত এবং জেলা প্রশাসকের অভিমত যাচাই করিবার পর জরিপের একক হিসাবে গ্রহণের উদ্দেশ্য এলাকা নির্ধারণের জন্য সরকারের নিকট, ভূমি রেকর্ড ও জরিপের মহাপরিচালকের মাধ্যমে প্রস্তাব পেশ করিবেন এবং সরকার যদি এককটি অনুমোদন করেন তাহা হইলে উহাকে ম্যাপ ও ভূমি-খতিয়ান প্রস্তুত ও সংশোধনের জন্য একটি মৌজা হিসাবে ঘোষণা ও গ্রহণ করা হইবে।	(২) যে ক্ষেত্রে কোন মৌজার পূর্ব নির্ধারিত সীমানাভূক্ত কোন এলাকা জরিপ ও খতিয়ানের একক হিসাবে অনুপযুক্ত, সেই ক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার যতদূর সম্ভব স্থানীয় জনগণের মতামত এবং জেলা প্রশাসকের অভিমত যাচাই করিবার পর জরিপের একক হিসাবে গ্রহণের উদ্দেশ্যে এলাকা নির্ধারণের জন্য সরকারের নিকট, ভূমি রেকর্ড ও জরিপের মহাপরিচালকের মাধ্যমে প্রস্তাব পেশ করিবেন এবং সরকার যদি এককটি অনুমোদন করেন তাহা হইলে উহাকে ম্যাপ ও ভূমি-খতিয়ান মৌজাকে মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান প্রস্তুত ও সংশোধনের জন্য একটি মৌজা হিসাবে ঘোষণা ও গ্রহণ করা হইবে।	
খসড়া ভূমি খতিয়ান প্রকাশন	৫। ৪ দ্বারা অনুযায়ী খসড়া ভূমি-খতিয়ান প্রস্তুত বা সংশোধিত হওয়ার পর, রাজস্ব অফিস্র অন্যূন তিরিশ দিন পর্যন্ত জনসাধারণের পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে খসড়াটি প্রকাশ করিবেন এবং এইরূপ প্রকাশের মেয়াদের মধ্যে উক্ত খতিয়ানে লিখিত অথবা উহা হইতে বাদ পড়িয়া যাওয়া কোন কিছু সম্পর্কে কোন আপত্তি দায়ের করা হইলে, রাজস্ব অফিসার তাহা গ্রহণ করিবেন এবং বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।	৫। সরকার কর্তৃক অথবা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে খতিয়ান প্রস্তুতের সময় আপত্তি ও আপীল নিস্পত্তিপূর্বক প্রাক-জরিপে যে খতিয়ান প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহার ভিত্তিতে চূড়ান্ত খতিয়ান প্রস্তুতের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।	
	৬। (১) ৫ ধারার অধীন দায়েরকৃত আপত্তির উপর রাজস্ব অফিসারের কোন আদেশের দ্বারা সংক্ষুদ্ধ কোন ব্যক্তি আদেশের তারিখ হইতে তিরিশ দিনের মধ্যে সেটেলমেন্ট অফিসারের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন। (২) এইরূপ প্রতিটি আপীল লিখিত হইতে হইবেএবং উহাতে আপীলের কারণসমূহের বর্ণনা থাকিতে হইবে এবং যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা হইবেউহার একটি প্রত্যায়িত নকল উক্ত আপীলের সহিত সংযোজন করিতে হইবে।	৬। ৫ ধারা মোতাবেক প্রণীত এবং প্রকাশিত খতিয়ানের ভিত্তিতে নির্ধারিত ভূমির মালিকানা ম্যাপ প্রণয়ন করিবেন।	

	(৩) সেটেলমেন্ট অফিসার স্বয়ং এইরূপ আপীল নিষ্পন্ন করিতে পারিবেন অথবা উহা নিষ্পত্তির জন্য তাঁহার অধস্তন এইরূপ কোন সহকারি সেটেলমেন্ট অফিসারের নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবেন যিনি নিজে উক্ত ভূমি-খতিয়ান প্রস্তুতবা সংশোধন করেন নাই।		
আপত্তি ও আপীল নিষ্পত্তির পদ্ধতি	৭। (১) যে ব্যক্তি ৫ ধারার অধীন আপত্তি অথবা ৬ ধারার অধীন আপীল শুনিবেন, তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে দেওয়ানী বিচারের পরিচালনা কার্যে নিয়োজিত কোন অফিসার কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য সকল ক্ষমতা এবং ১৮৭৫ সনের সার্ভে এ্যাক্ট (১৮৭৫ সনের ৫ নং বেঙ্গল এ্যাক্ট)এর অধীন কালেক্টরের সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হইবেন। (২) আপত্তি বা আপীল সংক্ষেপে নিস্পন্ন করা হইবে এবং নথিতে সাক্ষ্য প্রমাণের সার-সংক্ষেপ ও রায়ের যৌক্তিতার সারাংশ লিপিবদ্ধ করা হইবে। (৩) সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে যুক্তিসঙ্গত শুনানীর সুযোগ প্রদান না করিয়া কোন আপত্তি বা আপীল নিষ্পন্ন করা যাইবে না।	৭। (১) জরিপের মাধ্যমে নকসা প্রস্তুত এবং প্রকাশের/মুদ্রণের ও বিতরণের ব্যবস্হা গ্রহণ করিবেন। (২) ভূমি-খতিয়ান মুদ্রণের পর রাজস্ব অফিসার উহা অন্যুন ৩০(ত্রিশ) দিনের জন্য চূড়ান্তভাবে প্রকাশের ব্যবস্হা করিবেন এবং এইরুপ প্রকাশিত খতিয়ানটি এই আইনের অধীনে যথাযথভাবে প্রস্তুত বা সংশোধিত হইয়াছে তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে গন্য হইবে।	
	৮। (১) দায়েরকৃত যাবতীয় আপত্তি ও আপীল নিস্পত্তির পর, রাজস্ব অফিসার চূড়ান্ত ভূমি খতিয়ান প্রস্তুত করিবেন এবং উহা মুদ্রণের ব্যবস্হা গ্রহণ করিবেন। (২) ভূমি খতিয়ান মুদ্রণের পর রাজস্ব অফিসার উহা অন্যূন তিরিশ দিনের জন্য চূড়ান্তভাবে প্রকাশের ব্যবস্হা গ্রহণ করিবেন এবং এইরূপ প্রকাশন খতিয়ানটি যে এই অধ্যাদেশের অধীনে যথাযথভাবে প্রস্তুত বা সংশোধিত হইয়াছে তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ	৮। ভূমি-খতিয়ান চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইবার পর, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রাজস্ব অফিসার উক্তরূপ চূড়ান্ত প্রকাশনার বিষয় ও উহার তারিখ উল্লেখপূর্বক প্রত্যয়ন প্রস্তুত করিবেন এবং উহাতে তাঁহার নাম ও সরকারি পদবি উল্লেখপূর্বক তারিখসহ স্বাক্ষর দান করিবেন।	ভূমি খতিয়ানের চূড়ান্ত প্রকাশনা

	হিসাবে গণ্য হইবে।		
	৯। ভূমি খতিয়ান চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইবার পর, ভূমি রেকর্ড ও জরিপের মহাপরিচালক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রাজস্ব অফিসার উক্তরূপ চূড়ান্ত প্রকাশনার বিষয় ও উহার তারিখ উল্লেখ করিয়া একটি প্রত্যয়ন প্রস্তুত করিবেন এবং উহাতে তাঁহার নাম ও সরকারি পদবি উল্লেখপূর্বক তারিখসহ স্বাক্ষর দান করিবেন।	৯। এই আইনের অধীন প্রস্তুতকৃত বা সংশোধিত ভূমি-খতিয়ানে লিপিবদ্ধ প্রত্যেক তথ্য তৎসম্পর্কিত বিষয়ের প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে এবং তাহা সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা অশুদ্ধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে।	চূড়ান্ত প্রকাশনের প্রত্যায়নপত্র
	১০। এই অধ্যাদেশের অধীন প্রস্তুতকৃত বা সংশোধিত ভূমি-খতিয়ানে লিপিবদ্ধ প্রত্যেক তথ্য তৎসম্পর্কিত বিষয়ের প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে এবং তাহা স্বাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা অশুদ্ধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে।		ভূমি খতিয়ানের শুদ্ধতা সম্পর্কে অনুমান
	১১। সেটেলমেন্ট অফিসার, কোন দরখাস্তের প্রেক্ষিতে বা স্বীয় উদ্যোগে, তাঁহার অধস্তন কোন রাজস্ব অফিসারের নিকট হইতে এই অধ্যাদেশের অধীনে দায়েরকৃত যে কোন মোকদ্দমা প্রত্যাহার করিয়া নিজেই নিস্পত্তি করিতে পারিবেন অথবা নিস্পত্তির জন্য তাঁহার অধস্তন অন্যকোন রাজস্ব অফিসারের নিকট বদলি করিতে পারিবেন।	১০। (১) সেটেলমেন্ট অফিসার কোন দরখাস্তের প্রেক্ষিতে বা সংশ্লিষ্ট রেকর্ডসমূহ পর্যালোচনা এবং প্রাক জরিপ খতিয়ান প্রস্তুত কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা বা মতামত সংগ্রহপূর্বক প্রয়োজনীয় তদন্তের পর সন্তুষ্ট হন তাহা হইলে তিনি ভূমি-খতিয়ানটির চূড়ান্ত প্রকাশনের পূর্বে উহার সংশোধন করিবার জন্য নির্দেশ দান করিতে পারিবেন। (২) সেটেলমেন্ট অফিসার সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে প্রাক-জরিপ খতিয়ান প্রস্তুত কমিটির উপস্থিতিতে শুনানীর জন্য সুযোগ প্রদান না করিয়া এই ধারার অধীন কোন আদেশ দান করিবেন না। (৩) এই ধারার অধীন প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।	মোকদ্দমা প্রত্যাহার ও বদলি সম্পর্কে সেটেলমেন্ট অফিসারের ক্ষমতা
	১২। (১) সেটেলমেন্ট অফিসার, কোন দরখাস্তের প্রেক্ষিতে বা স্বীয় উদ্যোগে, সংশ্লিষ্ট রেকর্ডসমূহ পর্যালোচনা এবং তাঁহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় তদন্তের পর যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে কোন ভূমি-খতিয়ানে প্রতারণার মাধ্যমে কোন তথ্য লিপিবদ্ধ করা	১১। চূড়ান্ত ভূমি খতিয়ান প্রকাশনের পূর্বে যেকোন সময়ে মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রস্তাবের ভিত্তিতে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে সেটেলমেন্ট অফিসার কোন এলাকা সম্পর্কে এই আইনের অধীনে গৃহীত কার্যধারার যে কোন অংশের	প্রতারণা মূলক লিপিভূক্তির সংশোধন

	হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি ভূমি খতিয়ানটির চূড়ান্ত প্রকাশনের পূর্বে উহার সংশোধন করিবার জন্য নির্দেশ দান করিতে পারিবেন। (২) সেটেলমেন্ট অফিসার সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে শুনানীর জন্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করিয়া এই ধারার অধীন কোন আদেশ দান করিবেন না। (৩) এই ধারার অধীন প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।	বাতিলের নির্দেশ দান করিতে পারিবেন এবং কোন পর্যায় হইতে উক্ত কার্যধারা পুনরায় আরম্ভ করা হইবে তাহাও নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন।	
সেটেলমেন্ট অফিসারের বিশেষ ক্ষমতা	১৩। চূড়ান্ত ভূমি-খতিয়ান প্রকাশনের পূর্বে যে কোন সময়ে সেটেলমেন্ট অফিসার কোন এলাকা সম্পর্কে এই অধ্যাদেশের অধীনে গৃহীত কার্যধারার যে কোন অংশ বাতিলের নির্দেশ দান করিতে পারিবেন এবং কোন পর্যায় হইতে উক্ত কার্যধারা পুনরায় আরম্ভ করা হইবে তাহাও নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন।	১২। সরকারের সাধারণ তত্ত্বাবধান সাপেক্ষে, এই আইনের অধীনে গৃহীত যাবতীয় কার্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রনে পরিচালিত হইবে এবং তিনি এই আইনের অধীনে সেটেলমেন্ট অফিসার /রাজস্ব অফিসারের যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।	
এই আইনের অধীন মহাপরিচালকের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা	১৪। সরকারের সাধারণ তত্ত্বাবধান সাপেক্ষে, অধ্যাদেশের অধীনে গৃহীত যাবতীয় কার্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপের মহাপরিচালকের তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হইবে এবং তিনি এই অধ্যাদেশের অধীনে রাজস্ব অফিসারের যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।	১৩। (১) এই আইনের অধীনে কোন মৌজার ভূমি-খতিয়ান চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত বা সংশোধনের পর, রাজস্ব অফিসার এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্রসহ সকল মুদ্রিত ম্যাপ ও ভূমি-খতিয়ান সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদ, জেলা জজ, সহকারী কমিশনার (ভূমি), ইউনিয়ন ভূমি অফিস ও জেলা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করিবেন। (২) জেলা প্রশাসক মুদ্রিত ম্যাপ ও ভূমি-খতিয়ান সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন।	
জেলা প্রশাসকের নিকট ম্যাপ ও ভূমি খতিয়ান হস্তান্তর	১৫। (১) এই অধ্যাদেশের অধীনে কোন মৌজার ভূমি-খতিয়ান চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত বা সংশোধনের পর, রাজস্ব অফিসার এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্রসহ সকল মুদ্রিত ম্যাপ ও ভূমি-খতিয়ান সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করিবেন। (২) জেলা প্রশাসক মুদ্রিত ম্যাপ ও ভূমি-খতিয়ান সরকার কর্তৃক নির্ধারত মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন।	১৪। ভূমি খতিয়ান প্রস্তুত বা সংশোধনের নির্দেশ সংক্রান্ত কোন আদেশ বা ভূমি-খতিয়ান প্রস্তুত বা সংশোধন সম্পর্কিত কোন বিষয় সম্পর্কে কোন আদালতে মোকদ্দমা দায়ের বা দরখাস্ত পেশ করা যাইবে না।	

	হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি ভূমি খতিয়ানটির চূড়ান্ত প্রকাশনের পূর্বে উহার সংশোধন করিবার জন্য নির্দেশ দান করিতে পারিবেন। (২) সেটেলমেন্ট অফিসার সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে শুনানীর জন্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করিয়া এই ধারার অধীন কোন আদেশ দান করিবেন না। (৩) এই ধারার অধীন প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।	বাতিলের নির্দেশ দান করিতে পারিবেন এবং কোন পর্যায় হইতে উক্ত কার্যধারা পুনরায় আরম্ভ করা হইবে তাহাও নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন।	
সেটেলমেন্ট অফিসারের বিশেষ ক্ষমতা	১৩। চূড়ান্ত ভূমি-খতিয়ান প্রকাশনের পূর্বে যে কোন সময়ে সেটেলমেন্ট অফিসার কোন এলাকা সম্পর্কে এই অধ্যাদেশের অধীনে গৃহীত কার্যধারার যে কোন অংশ বাতিলের নির্দেশ দান করিতে পারিবেন এবং কোন পর্যায় হইতে উক্ত কার্যধারা পুনরায় আরম্ভ করা হইবে তাহাও নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন।	১২। সরকারের সাধারণ তত্ত্বাবধান সাপেক্ষে, এই আইনের অধীনে গৃহীত যাবতীয় কার্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রনে পরিচালিত হইবে এবং তিনি এই আইনের অধীনে সেটেলমেন্ট অফিসার /রাজস্ব অফিসারের যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।	
এই আইনের অধীন মহাপরিচালকের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা	১৪। সরকারের সাধারণ তত্ত্বধান সাপেক্ষে, অধ্যাদেশের অধীনে গৃহীত যাবতীয় কার্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপের মহাপরিচালকের তত্ত্বধানে ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হইবে এবং তিনি এই অধ্যাদেশের অধীনে রাজস্ব অফিসারের যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।	১৩। (১) এই আইনের অধীনে কোন মৌজার ভূমি-খতিয়ান চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত বা সংশোধনের পর, রাজস্ব অফিসার এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্রসহ সকল মুদ্রিত ম্যাপ ও ভূমি-খতিয়ান সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদ, জেলা জজ, সহকারী কমিশনার (ভূমি), ইউনিয়ন ভূমি অফিস ও জেলা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করিবেন। (২) জেলা প্রশাসক মুদ্রিত ম্যাপ ও ভূমি-খতিয়ান সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন।	
জেলা প্রশাসকের নিকট ম্যাপ ও ভূমি খতিয়ান হস্তান্তর	১৫। (১) এই অধ্যাদেশের অধীনে কোন মৌজার ভূমি-খতিয়ান চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত বা সংশোধনের পর, রাজস্ব অফিসার এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্রসহ সকল মুদ্রিত ম্যাপ ও ভূমি-খতিয়ান সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করিবেন। (২) জেলা প্রশাসক মুদ্রিত ম্যাপ ও ভূমি-খতিয়ান সরকার কর্তৃক নির্ধারত মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন।	১৪। ভূমি খতিয়ান প্রস্তুত বা সংশোধনের নির্দেশ সংক্রান্ত কোন আদেশ বা ভূমি-খতিয়ান প্রস্তুত বা সংশোধন সম্পর্কিত কোন বিষয় সম্পর্কে কোন আদালতে মোকদ্দমা দায়ের বা দরখাস্ত পেশ করা যাইবে না।	

আদালতের এখতিয়ারের প্রতিবন্ধক	১৬। ভূমি খতিয়ান প্রস্তুত বা সংশোধনের নির্দেশ সংক্রান্ত কোন আদেশ বা ভূমি-খতিয়ান প্রস্তুত বা সংশোধন সম্পর্কিত কোন বিষয় সম্পর্কে কোন আদালতে মোকদ্দমা দায়ের বা দরখাস্ত পেশ করা চলিবে না।	১৫। সরকার এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।	
বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা	১৭। সরকার এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।	১৬। ১৮৭৫ সনের সার্ভে এ্যাক্ট (১৮৭৫ সনের ৫ নং বেঙ্গল এ্যাক্ট) এবং তদধীনে প্রণীত বিধিসমূহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পার্বত্য জেলাসমূহে প্রযোজ্য হইবে।	
পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৮৭৫ সনের ৫ নং বেঙ্গল এ্যাক্টের প্রয়োগ	১৮। ১৮৭৫ সনের সার্ভে এ্যাক্ট (১৮৭৫ সনের ৫ নং বেঙ্গল এ্যাক্ট) এবং তদধীনে প্রণীত বিধিসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য হইবে।		

	অফিসার অথবা এই অধ্যাদেশ বা তদধীনে প্রণীত বিধি অনুযায়ী রাজস্ব অফিসারের সকল বা যে কোন দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োজিত অন্যকোন অফিসারকে বুঝাইবে। (ঘ) '' প্রাক জরিপ'' ভূমি জরিপ ও রেকর্ড অধিদপ্তর কর্তৃক জরিপ কার্যক্রম শুরুর পূর্বে বিধিদ্বারা গঠিত কমিটি কর্তৃক ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্যাদি সংগ্রহকে বুঝাইবে।	অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০); (গ) ''রাজস্ব অফিসার'' বলিতে সহকারি সেটেলমেন্ট অফিসার অথবা এই আইন বা তদাধীনে প্রণীত বিধি অনুযায়ী রাজস্ব অফিসারের সকল বা যে কোন দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োজিত অন্যকোন অফিসারকে বুঝাইবে। (ঘ) ''প্রাক জরিপ খতিয়ান'' ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক নকসা প্রণয়নের ও খতিয়ান চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত জরিপ কার্যক্রম শুরুর পূর্বে সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটি ভূমির দখল ও মালিকানা সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক প্রাক জরিপ খতিয়ান প্রস্তুতকে বুঝাইবে।	
	৩। সরকার, যথোচিত মনে করিলে, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী মোতাবেক রাজস্ব অফিসার দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা বা উহার যে কোন অংশের জরিপ এবং ভূমি-খতিয়ান প্রস্তুত বা সংশোধন করার নির্দেশ দিয়া সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আদেশ জারী করিতে পারিবেন।	৩। সরকার যথোচিত মনে করিলে, এই আইনের বিধানাবলী মোতাবেক রাজস্ব অফিসার দ্বারা পার্বত্য জেলা এলাকা বা উহার যে কোন অংশের জরিপ এবং ভূমি-খতিয়ান প্রস্তুত বা সংশোধন করিবার নির্দেশ দিয়া সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আদেশ জারী করিতে পারিবেন।	ভূমি খতিয়ান প্রস্তুত
	৪। (১) ৩ ধারার অধীন কোন আদেশ জারী করা হইলে, রাজস্ব অফিসার প্রতিটি মৌজাকে জরিপের একটি একক ধরিয়া উহার অন্তর্গত রাস্তা-ঘাট, নদী-নালা, বাড়ী-ঘর, মাঠ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শণ করিয়া বড় আকারের একটি ম্যাপ প্রস্তুত করিবেন এবং প্রস্তুতব্য বা সংশোধনীয় ভূমি-খতিয়ানে সরকার যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সেই সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন। (২) যে ক্ষেত্রে কোন মৌজার পূর্ব-নির্ধারিত সীমানাভূক্ত কোন	৪। (১) ৩ ধারার অধীন কোন আদেশ জারী করা হইলে, রাজস্ব অফিসার প্রতিটি মৌজাকে জরিপের একটি একক ধরিয়া উহার অন্তর্গত রাস্তা-ঘাট, নদী-নালা, বাড়ী-ঘর, মাঠ ও অন্যান্য সকল বিবরণ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শণ করিয়া বড় আকারে একটি ম্যাপ ১৬ইঞ্চি=১মাইল স্কেলে প্রস্তুত করিবেন এবং মৌজা ভিত্তিক প্রস্তুতব্য খতিয়ানে এ সকল বিবরণের সঠিকতা যাচাই করিয়া সকল বিবরণ রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন।	ভূমি খতিয়ানে যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইবে

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন বিধিমালা, ২০১৮

ক্রনং	পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১	পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন বিধিমালা, ২০১৮
১।	সংক্ষিপ্ত শিরোনামা : এই আইন পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে।	**১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ঃ** (১) এই বিধিমালা পার্বত্য **চট্টগ্রাম** ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন বিধিমালা, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে। (২) সরকার, গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেই তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখ হইতে এই বিধিমালা কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।
২।	সংজ্ঞা : বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে, (ক) ''আঞ্চলিক পরিষদ'' অর্থ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন,১৯৯৮ এর ধারা ৩ এর অধীন স্থাপিত আঞ্চলিক পরিষদ; (খ) "কমিশন" অর্থ এই আইনের ধারা ৩ এর অধীন গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন; (গ) "চেয়ারম্যান" অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান; (ঘ) "পার্বত্য চট্টগ্রাম" অর্থ খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান পার্বত্য জেলাসমূহ; (ঙ) "পার্বত্য জেলা" অর্থ রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি, পার্বত্য জেলা; (চ) "পুনর্বাসিত শরণার্থী" অর্থ ৯ই মার্চ ১৯৯৭ ইং তারিখে ভারতের আগরতলায় সরকারের সহিত উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সম্পাদিত চুক্তির আওতায় তালিকাভূক্ত শরণার্থী; (ছ) "প্রচলিত আইন" বলিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে এই আইন বলবত হইবার পূর্বে যে সমস্ত আইন, ঐতিহ্য, বিধি, প্রজ্ঞাপন	২। **সংজ্ঞা**। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায় (ক) "আইন" অর্থ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ৫৩ নং আইন) বুঝাইবে। (খ) "কমিশন" অর্থ ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ এর ধারা ৩ এর অধীন গঠিত কমিশন। (গ)"কর্মকর্তা-কর্মচারী" অর্থ কমিশনের কর্মকর্তা- কর্মচারী। (ঘ)"চেয়ারম্যানসহ উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের গৃহীত সিদ্ধান্ত" বলিতে কেবলমাত্র উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের মতের সহিত কমিশনের চেয়ারম্যান এর ঐক্যমতকেই বুঝাইবে। (ঙ)"দখল পুনর্বহাল" অর্থ বেদখল হওয়া কোন ভূমির স্বত্ব বা অন্যবিধ অধিকার কোন আবেদনের প্রেক্ষিতে কমিশন কর্তৃক দখলদারকে উচ্ছেদপূর্বক বৈধ মালিক বা তাহার উত্তরাধিকারীগণকে উহা প্রত্যর্পণকরণ। তবে শর্ত থাকে যে, বৈধ মালিক বা স্বত্বাধিকারীর মৃত্যু হইলে প্রচলিত আইনের বিধান অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের ওয়ারিশান সনদপত্র দাখিল সাপেক্ষে মৃত ব্যক্তির বৈধ উত্তরাধিকারী বা উত্তরাধিকারীগণের নিকট দখল অর্পণ করা। (চ)"বিধি" অর্থ এই বিধিমালার অধীনে প্রণীত বিধি। (ছ)"পার্বত্য জেলা পরিষদ" অর্থ রাংগামাটি/ খাগড়াছড়ি/

	প্রচলিত ছিল কেবলমাত্র সেইগুলিকে বুঝাইবে; (জ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি; (ঝ) "ভূমি" বলিতে পার্বত্য জেলাধীন পাহাড় এবং জলে ভাসাসহ সমুদয় জমি বুঝাইবে: (ঞ)"সচিব" অর্থ কমিশনের সচিব; (ট) "সদস্য" অর্থ কমিশনের সদস্য; (ঠ) "সার্কেল চীফ" অর্থ চাকমা চীফ বা বোমাং চীফ বা মং চীফ।	বান্দরবান **পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ**। (জ)"হিসাব" অর্থ কমিশনের হিসাব ; (ঝ) এই বিধিমালায় অন্যান্য ব্যবহৃত শব্দ এবং অভিব্যক্তিসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ এর বিভিন্ন ধারায় যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই একই অর্থে বুঝাইবে।
৩।	কমিশনের গঠন (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন নামে একটি কমিশন থাকিবে। (২) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হইবে, যথা: (ক)বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন; (খ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান বা তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে তৎকর্তৃক মনোনীত উক্ত পরিষদের একজন সদস্য; (গ) সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, পদাধিকারবলে ; (ঘ) সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফ,পদাধিকারবলে (ঙ) চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার বা তৎকর্তৃক মনোনীত একজন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার। ব্যাখ্যা : দফা (গ) এবং (ঘ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "সংশ্লিষ্ট" অর্থ বিরোধীয় ভূমি যথাক্রমে যে পার্বত্য জেলা এবং যে সার্কেলের অন্তর্ভূক্ত সেই পার্বত্য জেলা	

	এবং সেই সার্কেল। (৩) কমিশনের চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। (৪) সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে চেয়ারম্যান স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন। (৫) যদি সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, চেয়ারম্যান গুরুতর অসদাচরণ কিংবা শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতার কারণে তাঁহার পদে বহাল থাকার অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা হইলে সরকার যে কোন সময়ে চেয়ারম্যানকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন; তবে শর্ত থাকে যে, শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান না করিয়া এই উপ-ধারার অধীনে চেয়ারম্যানকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণ করা যাইবে না।	
৪।	কমিশনের কার্যালয় : (১) কমিশনের প্রধান কার্যালয় খাগড়াছড়ি জেলা সদরে থাকিবে। (২) সরকার প্রয়োজনবোধে, যে কোন পার্বত্য জেলায় কমিশনের শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।	কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো ও নিয়োগ সংক্রান্ত: ৪। **কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো:** কমিশনের কার্যাদি পরিচালনার জন্য একটি সাংগঠনিক কাঠামো থাকিবে।
৫।	কমিশনের মেয়াদ : কমিশনের মেয়াদ হইবে চেয়ারম্যান নিয়োগের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর; তবে শর্ত থাকে যে, সরকার আঞ্চলিক পরিষদের সহিত পরামর্শক্রমে, উহার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে।	**কমিশন এবং কমিশনের চেয়ারম্যানের ক্ষমতা ও কার্যাবলী:** **৫। কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী :** (১) আইন ও বিধি মোতাবেক কমিশনের কার্যাবলী সম্পাদিত হইবে। (২) আইনের ধারা ৬(১) এ বর্ণিত কার্যাবলী অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের পুনর্বাসিত শরণার্থীদের ভূমি সংক্রান্ত বিরোধসহ অন্যান্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে ভূমির দখল বা স্বত্ব, বা বৈধ মালিকের দখল পুনর্বহালকরণ।

		(৩) আইনের ধারা ৯ অনুযায়ী ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ সম্পর্কিত যাবতীয় আবেদনপত্র সচিব কর্তৃক কমিশনের সভায় উপস্থাপিত হইবে। আইনে বিধৃত অপরিহার্য বিধান প্রতিপালন ব্যতিরেকে দরখাস্ত করা হইলে সেইক্ষেত্রে উক্ত দরখাস্ত সরাসরি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। (৪) কমিশনের সভায় ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি সম্পর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনকালে চেয়ারম্যানের সহিত উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতানৈক্য দেখা দিলে বিধিমালার ১৯(৫) বিধিতে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী বিষয়টি নিষ্পত্তি করিতে হইবে। (৫) আইনের ধারা ১৭ (১) ও (২) অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কমিশনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করিতে অথবা উক্ত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রদত্ত কমিশনের কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বা নির্দেশ পালনে গড়িমসি বা অনীহা প্রদর্শন করিলে তাহা আদালত অবমাননা বলিয়া গণ্য হইবে এবং ইহার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইতে হইবে। কমিশন এতদ্‌বিষয়ে আইনের ধারা ১৯ (উনিশ) অনুসারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে। (৬) কমিশনের সভায় ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদন সচিব কর্তৃক উত্থাপিত হইবে। (৭) কমিশন উহার সভায় কমিশনের পূর্ববর্তী কাজের অগ্রগতি আলোচনা-পর্যালোচনা করিবে এবং তদ্‌বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে। (৮) কমিশনের প্রত্যেক আদেশই কমিশনের নামে, অর্থাৎ "কমিশনের আদেশক্রমে" প্রকাশ করিতে হইবে এবং এইরূপ প্রতিটি আদেশে চেয়ারম্যান অথবা কমিশন কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন সদস্য বা কোন কর্মকর্তা স্বাক্ষর করিবেন। (৯) কমিশনের ব্যবহারের জন্য একটি সীল মোহর থাকিবে এবং উহাতে কমিশনের ও পার্বত্য জেলা অঞ্চলের নাম থাকিবে। কমিশনের সীল চেয়ারম্যান অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বলে কমিশনের যে কোন কর্মকর্তার হেফাজতে থাকিবে। (১০) কমিশনের পরপর ০৩ (তিন)টি সভায় যৌক্তিক কারন ব্যতিরেকে চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রতিনিধি) অনুপস্থিত থাকিলে বিষয়টি কমিশন সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন করিবার জন্য জ্ঞাত করিবে।
৬।	কমিশনের কার্যাবলী ও ক্ষমতা : (১) কমিশনের কার্যাবলী নিম্নরুপ হইবে, যথা :	**৬। চেয়ারম্যানের ক্ষমতা ও কার্যাবলী:** (১) চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান হিসাবে কমিশনের সকল বিষয়ে তদারকি করিবেন এবং তিনি এই তদারকি মূলতঃ সচিবের মাধ্যমে করিবেন;

	(ক) পুনর্বাসিত শরণার্থীদের ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন ও রীতি অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা ; (খ) আবেদনে উল্লিখিত ভূমিতে আবেদনকারী বা ক্ষেত্রমত সংশ্লিষ্ট প্রতিপক্ষের, স্বত্ব বা অন্যবিধ অধিকার চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন ও রীতি অনুযায়ী নির্ধারণ এবং প্রয়োজনবোধে দখল পুনর্বহাল; (গ) পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন বর্হিভূতভাবে কোন ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হইয়া থাকিলে উহা বাতিলকরণ এবং উক্ত বন্দোবস্তজনিত কারণে কোন বৈধ মালিক ভূমি হইতে বেদখল হইয়া থাকিলে তাহার দখল পুনর্বহাল; তবে শর্ত থাকে যে, প্রযোজ্য আইনের অধীন অধিগ্রহণকৃত ভূমি এবং রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প কারখানা ও সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এউ উপ-ধারা প্রযোজ্য হইবে না। (২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কার্যাবলী পার্বত্য চট্টগ্রামে সীমিত থাকিবে। (৩) উক্ত কার্যাবলী সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত যে কোন সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্ত বা কাগজপত্র সরবরাহের এবং প্রয়োজনে উক্ত কর্তৃপক্ষের যে কোন কর্মকর্তাকে স্থানীয় তদন্ত, পরিদর্শন বা জরিপের ভিত্তিতে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা উহা পালনে বাধ্য থাকিবেন। (৪) কমিশন বা চেয়ারম্যান বা কমিশন কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন সদস্য কোন	(২) তিনি কমিশনের সভায় শুনানী কার্য পরিচালনা করিবেন। এই সকল কার্যক্রমে তাঁহাকে রেজিস্ট্রার ও অন্যান্য কর্মচারীগণ সহায়তা করিবেন; (৩) সদস্যগণ প্রয়োজনবোধে সভায় উত্থাপনীয় কোন আলোচ্যসূচী থাকিলে তাহা চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবেন।

	বিরোধীয় ভূমি সরেজমিনে পরিদর্শণ করিতে পারিবেন।	
৭।	কমিশনের বৈঠক, কোরাম ও কার্যপদ্ধতি: (১)এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে কমিশন উহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে। (২) চেয়ারম্যানের নির্দেশে সচিব কমিশনের বৈঠকের স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারণ করিয়া সদস্যগণকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন। (৩) কমিশনের কোন বৈঠকে কোরামের জন্য চেয়ারম্যান এবং অপর দুইজন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে এবং চেয়ারম্যান কমিশনের সকল বৈঠকে সভাপতিত্ব করিবেন। (৪)কোন বৈঠকে বিবেচিত বিষয় অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা পরবর্তী যে কান বৈঠকে বিবেচনা ও নিষ্পত্তি করা যাইবে এবং সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী বৈঠকে উপস্থিত সদস্যগণের কাহারো অনুপস্থিতির কারণে বিষয়টির নিষ্পত্তি বন্ধ থাকিবে না বা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম অবৈধ হইবে না। (৫) চেয়ারম্যান উপস্থিত অন্যান্য সদস্যদের সহিত আলোচনার ভিত্তিতে ধারা ৬(১) এ বর্ণিত বিষয়াদিসহ উহার এখতিয়ারভূক্ত অন্যান্য বিষয়ে সর্বসম্মতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, তবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব না হইলে চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তই কমিশনের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। (৬) কমিশন ধারা ৬(১) এ উল্লিখিত কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে উহার সকল সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে প্রদান করিবে।	**কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী :** **৭। সচিবের ক্ষমতা ও কার্যাবলী :** (১) সচিব, চেয়ারম্যানের পরামর্শ বা অনুমতি সাপেক্ষে, কমিশনের সমস্ত প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনা ও তদারকি করিবেন; (২) (ক) তিনি চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে কমিশনের সমস্ত আর্থিক বিষয়াদি দেখাশুনা করিবেন; (খ) তিনি চেয়ারম্যানের অনুমোদন সাপেক্ষে, কমিশনের দৈনন্দিন বা প্রয়োজনীয় খরচ মিটাইবার জন্য প্রতি ভাউচারে অনধিক **২৫,০০০/-(পঁচিশ হাজার)** টাকা খরচ করিতে পারিবেন। তবে এক মাসে **৩,০০,০০০/ (তিন লক্ষ)** টাকার অধিক হইবে না। (গ) তিনি নিজেরসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতাদিসহ টিএ বিল, আয়কর বিল ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক বিল প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান মোতাবেক মঞ্জুর করিতে পারিবেন। (৩) সচিব কমিশনের পক্ষে মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যখন যেভাবে প্রয়োজন সংযোগ/যোগাযোগ ইত্যাদি রক্ষাসহ কমিশনের পক্ষে সদস্য সচিব হিসাবে সার্বিক কাজ পরিচালনা করিবেন।
৮।	কমিশনের বৈঠকে সদস্যগণের যোগদানের নিমিত্ত প্রাপ্য ভাতা :	

	কমিশনের বৈঠকে যোগদানের জন্য সরকার কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর সদস্যদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং তদানুসারে উক্ত সদস্য উক্ত ভাতা পাইবেন।	৮। **রেজিষ্ট্রার:** (১) রেজিষ্ট্রার, চেয়ারম্যান ও সচিবের নির্দেশ ও পরামর্শক্রমে, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি বিষয়ক যাবতীয় দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবেন। যেমন- কোন অভিযোগ দায়েরের সময় তাহা যথাযথভাবে দায়ের করা হইয়াছে কিনা তা যাচাই-বাছাইসহ কোন ভুল ভ্রান্তি হইলে সেই বিষয়ে নিজে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন অথবা চেয়ারম্যান অথবা সচিবের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন। (২) তাঁহার অধীনস্থ অফিস সহায়ক বা যে কোন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর এবং বিধি মোতাবেক অর্জিত ছুটি মঞ্জুরের জন্য সুপারিশ করিতে পারিবেন।

৯।	কমিশনের আবেদন দাখিল: এই আইনের অধীনে ভূমি বিরোধ নিস্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী তাহার দস্তখত বা টিপসহিযুক্ত দরখাস্ত সাদা কাগজে বাংলা ভাষায় লিখিয়া কমিশনের নিকট দাখিল করিবেন।	৯। প্রশাসনিক কর্মকর্তা: প্রশাসনিক কর্মকর্তা সচিবের নির্দেশ ও পরামর্শক্রমে কমিশনের প্রশাসনিক কার্যাদি সহ সমুদয় কার্যাদি পরিচালনায় সচিবকে সহায়তা দিয়া যাইবেন।
১০।	(১) ধারা ৯ এর অধীনে দায়েরকৃত প্রতিটি আবেদনে প্রতিপক্ষ হিসাবে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, অবৈধ বন্দোবস্ত গ্রহীতা এবং ক্ষেত্রমত আবেদনকারীর জানামতে দাবীকৃত ভূমির বর্তমান দখলকার এ নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করিতে হইবে। (২) উক্ত আবেদনে প্রতিপক্ষ হিসাবে উল্লিখিত সকল ব্যক্তির উপর কমিশন নোটিশ জারী করিবে এবং নোটিশের সহিত আবেদনপত্রের একটি কপিও সংযুক্ত করিবে। (৩) উপ-ধারা ১ অনুযায়ী প্রতিপক্ষ হিসাবে উল্লেখ করা হয় নাই এমন কোন ব্যক্তি ও সংশ্লিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক প্রতিপক্ষ হওয়ার আবেদন করিতে পারিবেন এবং কমিশন উক্ত আবেদন বিবেচনাক্রমে উক্ত ব্যক্তিকে প্রতিপক্ষভূক্ত করিতে পারিবেন।	১০। নাজির: (১) কমিশনের সিদ্ধান্ত বা আদেশ মোতাবেক কোন জমি-জমার দখল দেওয়াসহ অন্যান্য কাজ সচিবের নির্দেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী সম্পাদন করিবেন। (২) তিনি সচিব ও রেজিস্ট্রারের পক্ষে কমিশনের নোটিশ জারী সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পাদন ও দেখাশুনা করিবেন। (৩) এছাড়াও সচিবের নির্দেশক্রমে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।
১১।	কমিশন কর্তৃক সাক্ষ্য গ্রহণ: (১) ধারা ৬(১)এ বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্ত কমিশনের কোন কার্যক্রমে সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে কমিশন Evidence Act, 1872(Act I of 1872) এর বিধানাবলী অনুসরণে বাধ্য থাকিবে না। বরং সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি অনুসারে কমিশন যইরুপ যথাযথ বিবেচনা করে সেইরুপ সাক্ষ্য গ্রহণও লিপিবদ্ধ	১১। হিসাব রক্ষক: (১) হিসাবরক্ষক সচিবের পরামর্শ ও নির্দেশ অনুযায়ী কমিশনের যাবতীয় আর্থিক হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। (২) উপরে বর্ণিত বিষয়াদি ছাড়াও সচিব এর নির্দেশ মোতাবেক প্রচলিত সরকারী আর্থিক বিধি অনুসরণে কার্য সম্পাদন করিবেন।

	করিতে পারে। (২) কোন বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বাংলা ব্যতীত অন্যকোন ভাষায় সাক্ষ প্রদান করিলে কমিশন একজন অনুবাদকের সহায়তা গ্রহণ করিতে এবং অনুবাদকের অনুবাদ অনুসারে উক্ত সাক্ষ্য বাংলায় লিপিবদ্ধ করিতে পারিবে। (৩) কমিশন লিখিত নোটিশ দ্বারা যে কোন ব্যক্তিকে উহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য প্রদান এবং সকল প্রকার তথ্য ও দলিল পত্রাদি দাখিলের নির্দেশ দিতে পারিবে। (৪) কমিশন কর্তৃক কোন ব্যক্তির মৌখিক সাক্ষ্য হুবহু লিপিবদ্ধ করা বাধ্যতামূলক নহে, বরং উহার সারাংশ লিপিবদ্ধ করিলেই চলিবে। (৫) কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে Oaths Act, 1883 (Act X of 1883) প্রযোজ্য হইবে।	
১২।	কমিশন কর্তৃক ক্ষমতা অর্পণ: কমিশন, প্রয়োজনবোধে এবং তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে উহার চেয়ারম্যান বা অন্যকোন সদস্য বা কোন কর্মকর্তাকে লিখিত আদেশ দ্বারা এই ধারা এবং ধারা ৬(১) এ বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন ব্যতীত, কমিশনের অন্য যে কোন ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।	**১২। ক্যাশিয়ার :** (১) ক্যাশিয়ার কমিশনের যাবতীয় ক্যাশ রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রয়োজনে দৈনন্দিন ক্রয় সংক্রান্ত অর্থ সরবরাহ করিবেন। (২) তিনি কমিশনের চেয়ারম্যানসহ সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতাদির বিল নগদায়ন, বেতন-ভাতা বিলিকরণ ইত্যাদি কার্যাদি সম্পাদন করিবেন। (৩) তিনি ট্রেজারী অফিসসহ ব্যাংকের সহিত কমিশনের লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়াদি তদারকি ও সম্পাদন করিবেন।
১৩।	কমিশনের সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ: (১) কমিশনের একজন সচিব থাকিবেন এবং তিনি আইন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে অভিজ্ঞ সরকারের উপসচিব পদ মর্যাদার কর্মকর্তাগণের	**১৩। রেকর্ড সংরক্ষক :** (১) রেকর্ড সংরক্ষক নিষ্পত্তিকৃত মামলাসহ অপরাপর মামলার নথিসমূহ সচিবের নির্দেশ ও পরামর্শক্রমে সিভিল রুলস্ এন্ড অর্ডারস্ এবং রেকর্ড ম্যানুয়াল অনুসরণপূর্বক সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন।

	মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। (২) কমিশনের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের নিমিত্তে, সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করিবে।	(২) এতদ্‌বিষয়ে তিনি সময়ে সময়ে অথবা যখন প্রয়োজন হয় সচিবের পরামর্শ অনুসারে তাহার কার্যাদি পরিচালনা করিবেন।
১৪।	আর্থিক ব্যবস্থা: (১) কমিশনের ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার থোক বরাদ্দ হিসাবে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কমিশন সংশ্লিষ্ট বছরের জন্য আর্থিক বিবরণ সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে। (২) সচিব, চেয়ারম্যানের তত্ত্বধানে কমিশনের ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব পালন করিবে। (৩) কমিশনের ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান ও সচিব সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন ও সরকারি নির্দেশাবলী অনুসরণ করিবেন।	**১৪। তুলনাসহকারীঃ** (১) তুলনাসহকারী সচিবের নির্দেশ ও পরামর্শক্রমে সিভিল রুলস্ এন্ড অর্ডারস এবং রেকর্ড ম্যানুয়্যাল মোতাবেক অভিযোগ সংক্রান্ত কাগজপত্রের নকলাদি সরবরাহ করিবেন। (২) তিনি উপরে বর্ণিত দায়িত্ব ছাড়াও সচিব যখন যেভাবে নির্দেশ প্রদান করেন সেভাবে তাহার কার্যাদি করিবেন।
১৫।	হিসাব ও নিরীক্ষা : (১) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অত:পর মহা-হিসাব নিরীক্ষক বলিয়া অভিহিত, প্রতি বৎসর কমিশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কমিশনের নিকট পেশ করিবেন। (২) উপ-ধারা (১) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কমিশনের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কমিশনের যে	১৫। কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর দায়িত্ব-কর্তব্য অত্র বিধিমালায় স্পষ্টভাবে বর্ণিত না হইয়া থাকিলে সেক্ষেত্রে সচিব চেয়ারম্যানের পরামর্শক্রমে তাহাদের দায়িত্ব-কর্তব্য বন্টন বা বিভাজন করিয়া দিতে পারিবেন।

	কোন সদস্য কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।	
১৬।	কমিশনের সিদ্ধান্তের আইনগত প্রকৃতি এবং চূড়ান্ততা: ধারা ৬(১) এ বর্ণিত কোন বিষয়ে দাখিলকৃত আবেদনের উপর কমিশন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী বলিয়া গণ্য হইবে, তবে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আদালত বা অন্যকোন কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল বা রিভিশন দায়ের বা উহার বৈধতা বা যথার্থতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।	**আবেদন বা জবাব দাখিলের নিয়মাবলী:** **১৬। আবেদন দাখিলের নিয়মাবলী:** (১) যে বা যাহারা আবেদন করিবেন তাহাদিগকে আবেদনকারী পক্ষ হিসাবে আবেদনপত্রে লিখা হইবে। (২) যাহার বা যাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইবে তাহাদিগকে প্রতিপক্ষ বা প্রতিপক্ষগণ লিখা হইবে। (৩) আবেদনপত্রে নিম্নে বর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি থাকিতে হইবে: (ক) আবেদনপত্রে আবেদনের কারণ ও তারিখ উল্লেখ করিতে হইবে; (খ) আবেদনে বিরোধীয় ভূমি সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। কিভাবে বেদখল হইয়াছে উহার সুনির্দিষ্ট বিবরণ প্রয়োজনে পৃথকভাবে সাদা কাগজে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে; (গ) বিরোধীয় জমির মৌজা, চৌহদ্দি ও পরিমাণ যতদূর সম্ভব সুনির্দিষ্ট করিতে হইবে; (ঘ) বিরোধের প্রতিকার সম্পর্কিত ইতোপূর্বেকার বিবরণ থাকিলে তাহা দেওয়া যাইবে। সে ক্ষেত্রে কি কি প্রতিকার চাওয়া হইয়াছে এবং কিভাবে চাওয়া হইয়াছে উহার সুনির্দিষ্ট বিবরণ লিখিতে হইবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট দলিলাদি সংযুক্ত করিবেন; (ঙ) প্রার্থীত প্রতিকার সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; (চ) আবেদনপত্রে আবেদনকারী/আবেদনকারীগণের নাম, পিতার নাম, বয়স, বর্তমান বসতবাটি /ঠিকানা ও পূর্বেকার বসতবাটি/স্থায়ী ঠিকানা (গ্রাম, মৌজা, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা) উল্লেখ করিতে হইবে; (ছ) আবেদনপত্রে যতদূর সম্ভব প্রতিপক্ষের/ প্রতিপক্ষগণের নাম, পিতার নাম, বর্তমান বসতবাটি /ঠিকানা ও পূর্বেকার বসতবাটি/স্থায়ী ঠিকানা (গ্রাম, মৌজা, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা) উল্লেখ করিতে হইবে এবং (জ) আবেদনপত্রে আবেদনকারী/আবেদনকারীগণ পুনর্বাসিত শরণার্থী বা আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু বা স্থায়ী অ-উপজাতীয় বাসিন্দা হইয়া থাকিলে উহার উল্লেখ থাকিতে হইবে এবং উদ্বাস্তু

		হওয়ার পূর্বেকার বসতবাটি/স্থায়ী ঠিকানা (গ্রাম, মৌজা, ইউনিয়ন/পৌরসভা, উপজেলা, জেলা ইত্যাদি) লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।
১৭।	কমিশনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন: (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন কমিশনের সিদ্ধান্ত দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী, বা ক্ষেত্রমত আদেশের ন্যায় কমিশন উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মাধ্যমে বা প্রয়োজনবোধে সরকারি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করিতে বা করাইতে পারিবে। (২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সকল কর্তৃপক্ষ কমিশনের নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবে।	**১৭। জবাব দাখিলের নিয়মাবলী :** (১)আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণের আবেদন দাখিলের প্রেক্ষিতে পক্ষ বা প্রতিপক্ষগণ আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণের আবেদন অস্বীকার করিয়া যে আপত্তি দিবেন তাহাকে জবাব বলা যাইবে। (উক্ত জবাবে নিম্নরূপ তথ্যাদি থাকিতে হইবে): (২)(ক) জবাব দাখিলের কারণ ও তারিখ থাকিতে হইবে। (খ) প্রতিপক্ষ/প্রতিপক্ষগণের নাম, পিতার নাম, বয়স, বর্তমান বসতবাটি/ঠিকানা ও নিজের বা পিতার পূর্বেকার বসতবাটি/স্থায়ী ঠিকানা (গ্রাম, মৌজা, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা) থাকিতে হইবে। (গ) আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণের আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাদি ও দলিলাদির বিপরীতে প্রতিপক্ষ বা প্রতিপক্ষগণের কোন তথ্য বা দলিল থাকিলে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে বা প্রয়োজনে পৃথকভাবে জবাবের সাথে সংযুক্ত করিতে হইবে। (ঘ) আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণের ভূমি বিরোধের আবেদন খারিজ চাওয়া হইতেছে কিনা তাহা জবাবের শেষ দিকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। (৩) পক্ষ বা প্রতিপক্ষগণ বা তাহাদের প্রতিনিধি ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে কমিশনের কার্যালয়ে হাজির হইয়া লিখিতভাবে জবাব দাখিল করিবেন। (৪) কোন ব্যক্তি প্রয়োজনে কোন ভূমির বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদনে পক্ষভূক্ত হইতে চাইলে পক্ষভূক্তির জন্য বর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সন্নিবেশপূর্বক আবেদন দাখিল করিতে পারিবেন।
১৮।	বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা: এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার এই আইন বলবৎ হইবার ছয় মাসের মধ্যে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিবে।	**নোটিশ জারীকরণ :** **১৮। নোটিশ জারীর পদ্ধতি:** (১) আবেদন দাখিলের সাথে সাথে কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক প্রতিপক্ষের উপর নোটিশ জারীর ব্যবস্থা গ্রহন করিতে

		হইবে। প্রতিপক্ষের উপর নোটিশ জারির সময় অভিযোগের স্পষ্ট ছায়ালিপি সংযোজন করিতে হইবে। (২) ডাকযোগে অথবা জারীকারক এর মাধ্যমে এ দুটির যে কোন একটি পদ্ধতিতে নোটিশ জারী করা হইলে, যদি কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, নোটিশ যথাযথভাবে জারী করা হইয়াছে তাহা হইলে কাল বিলম্ব না করিয়া উক্ত ভূমির বিরোধ নিষ্পত্তির পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে। প্রয়োজনবোধে স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট নোটিশ জারি করা যাইতে পারে। ক্ষেত্রমতে, আবেদনকারী প্রতিপক্ষের মোবাইল নম্বর সরবরাহ করিলে সেক্ষেত্রে SMS (ক্ষুদেবার্তা) প্রদানের মাধ্যমেও নোটিশের বিষয়ে প্রতিপক্ষকে জ্ঞাত করা যাইতে পারে। (৩) ইহা ছাড়া নোটিশ জারীর ক্ষেত্রে দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ এর ৫ নং আদেশে বিধৃত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিধানাবলী যতদূর প্রয়োজন ততটুকু অনুসরণ করা যাইবে।
১৯।	কমিশনের অবমাননা আদালত অবমাননার সামিল: Penal Code, 1860 (Act XXV of 1860) এর Section 220 এবং Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর Section 480 এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন উক্ত ধারাসমূহের উল্লিখিত দেওয়ানী আদালত বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদানুসারে কমিশন উহার অবমাননাকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।	**শুনানী:** **১৯। শুনানীর পদ্ধতি:** (১) সাধারণত ভূমি কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে শুনানীর ব্যবস্থা করা যাইবে। তবে, জনস্বার্থে বিরোধীয় ভূমির অবস্থান অথবা পক্ষদ্বয়ের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনায় প্রধান কার্যালয় ছাড়াও অপর দুই পার্বত্য জেলায় শাখা কার্যালয় বা অন্য যে কোন স্থানে শুনানীর ব্যবস্থা করা যাইবে। (২) আবেদন দাখিল হইতে নিষ্পত্তি পর্যন্ত পক্ষদ্বয়কে নিষ্পত্তির বিভিন্ন স্তর সর্ম্পকে অবহিত করিবার জন্য কজলিস্ট/কোর্ট ডায়েরী ইত্যাদি ব্যবহার করিতে হইবে। (৩) কোন বিরোধ নিষ্পত্তির শুনানী একদিন বা ততোধিক সময় ধরিয়া চলিতে পারিবে এবং শুনানী শেষ না হওয়া অবধি শুনানীর কার্যক্রম চলিতে থাকিবে। (৪) শুনানী শেষ হওয়ার সাথে সাথে কমিশন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতে পারিবেন অথবা সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরবর্তী তারিখ ঘোষণা করিতে পারিবেন। তবে সিদ্ধান্ত ঘোষণার তারিখ শুনানী শেষ হওয়ার তারিখ হইতে অনধিক ১৫ (পনের) কর্ম দিবসের মধ্যে হইতে হইবে।

		(৫) বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম চলাকালে প্রতিটি আদেশ নির্ধারিত ফরমে/ আদেশপত্রে (নির্ধারিত ফরমে) সংরক্ষণ করিতে হইবে। (৬) কমিশন যে কোন সরকারী কার্য দিবসে শুনানি গ্রহণ করিতে পারিবেন। (৭) আদেশপত্র ও বিরোধ নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। (৮) আবেদনকারী কর্তৃক আবেদন বা দরখাস্ত দাখিলের ও প্রতিপক্ষ কর্তৃক জবাব দাখিলের পর নিষ্পত্তির পর্যায়ে উপনীত হইলে অথবা প্রতিপক্ষের অনুপস্থিতিতে নিষ্পত্তির জন্য শুনানীর দিন ধার্য হওয়ার অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে উক্ত বিরোধটি নিষ্পত্তি করিবেন। (৯) কমিশনের সম্মুখে আবেদনকারী/ আবেদনকারীগণ বা পক্ষ/ প্রতিপক্ষগণ শুনানীকালে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত থাকিয়া শুনানীতে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।
২০।	সরল বিশ্বাসে কৃত কাজ-কর্মসংরক্ষণ: এই আইন বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য বা উহার বা কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্যকোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।	**আদেশ বা সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ:** ২০। (১) কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ কমিশন কর্তৃক ঘোষণা করিবার পরপরই তাহা আদেশ বা সিদ্ধান্ত হিসাবে গণ্য করতঃ কার্যকরী করিবার জন্য সিদ্ধান্তের সুবিধাভোগী পক্ষের আবেদনক্রমে জারী কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবে। (২) সিদ্ধান্ত কার্যকর করিবার জন্য এবং জারীর কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে কমিশন কর্তৃক সিদ্ধান্ত বা আদেশ ঘোষণার ৩ (তিন) কর্ম দিবসের মধ্যে আদেশ জারীর কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে। (৩) আদেশ বা ঘোষণা জারী কার্যক্রম দায়ের করিবার দিন হইতে অনধিক ১৫ (পনের) কর্ম দিবসের মধ্যে জারীর কার্যক্রম নিশ্চিত করিতে হইবে।
		বিবিধ: ২১। কমিশন বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তির নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে প্রয়োজন মনে করিলে পত্র-পত্রিকায় বা অন্য কোন মাধ্যমে তদুদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিতে পারিবেন।

		২২। সিদ্ধান্ত প্রচার, আদেশ/ঘোষণা কার্যকর (Execution Case) করিবার জন্য নির্ধারিত ফরম থাকিবে। ২৩। অত্র কমিশনে মামলা শুনানীকালে বা তৎপূর্বে বেদখলকৃত ভূমির মালিক মারা গেলে বা তাহার অবর্তমানে প্রকৃত মালিকের ওয়ারীশগণের যে কোন একজন সকল ওয়ারীশদের পক্ষে বা পক্ষভূক্ত হইয়া প্রকৃত মালিকের পক্ষে পক্ষভূক্ত হইয়া দখল ফেরত পাওয়ার আবেদন করিতে এবং শুনানী চালাইয়া যাইতে পারিবে। মামলার শুনানী ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একইভাবে কথিত বেদখলদার প্রতিপক্ষের ওয়ারীশগণ একই সুযোগ পাইবে। ২৪। যে সমস্ত ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ বা প্রতিপক্ষগণের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে না সেইসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলায় জেলা প্রশাসককে এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে প্রতিপক্ষ করিয়া আবেদন করিলেই চলিবে। ২৫। এই বিধিমালায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম কমিশন কর্তৃক প্রস্তুত করিবেন/করিতে পারিবেন।